ইউনিট ২
শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনা ও প্রধান শিক্ষক

ইউনিট ২ শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনা ও প্রধান শিক্ষক

একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হচ্ছেন সেই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান প্রশাসক। বিদ্যালয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন প্রধান শিক্ষক। অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় তাঁর ক্ষমতা যেমন বেশি, দায়িত্ব ও কর্তব্যও তেমনি প্রচুর। তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রধানত দ্বিমুখী-শিক্ষক হিসেবে এবং প্রশাসক হিসেবে। তাঁকে যেমন শিক্ষক হিসেবে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে হয়, তেমনি পালন করতে হয় আদর্শ প্রশাসক হিসেবে।

শুধু তাই নয়, শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনায়ও তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষাবিদ রেন (Wren) প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "What the mainspring to the watch, the fly wheel to the machine, the engine to the steamship, headmaster is to the school."

বর্তমান ইউনিটে এসব সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

আজ যাঁরা সহকারী শিক্ষক রয়েছে অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান এবং বিভিন্ন সমস্যা কিভাবে মোকাবিলা করা যায় সে সম্পর্কে সচেতনতা তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

পাঠ ২.১ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিক্ষক হিসেবে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা কী তা বলতে পারবেন।
- প্রশাসক হিসেবে প্রধান শিক্ষককে কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

শিক্ষকরূপে প্রধান শিক্ষক

একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার এক গুরুদায়িত্ব। এ দায়িত্ব যেমন কঠিন তেমনি সময় সাপেক্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষক-সত্ত্বাটিকে তাঁর ভুলে গেলে চলবে না। বরং এটি তাঁর প্রাথমিক পরিচয়। তিনি প্রথমে শিক্ষক পরে প্রধান শিক্ষক। শিক্ষক হিসেবে তাঁর কাজগুলোকে আমরা আরেকটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে পারি।

(ক) শ্রেণী পাঠনা

অফিসের কাজে তাঁর যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, প্রতিদিন কিছু ক্লাস তাঁকে অবশ্যই নিতে হবে। তাঁর বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন ও তা বজায় রাখার একমাত্র এবং কার্যকর মাধ্যম হলো শ্রেণী পাঠনা। এতে তাঁর পক্ষে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখাও সহজতর হবে। কারণ ছাত্রদেরকে যদি তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানেন ও সম্পর্কিত করতে পারেন তাহলে প্রয়োজনে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা দান করতে সুবিধা হবে। তাই যথাসম্ভব সব শ্রেণীতেই তাঁর ক্লাস থাকা উচিত। মোটামুটি সপ্তাহে অন্ততঃ বারো থেকে পনের পিরিয়ড ক্লাস থাকলে ভাল হয়।

প্রধান শিক্ষক একজন জ্ঞান সমৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে উপকৃত হবার অধিকার ছাত্র ও শিক্ষকদের রয়েছে।

শুধু রুটিনে ক্লাস থাকলেই চলবে না, ক্লাসগুলোতে তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি ও সযত্ন পাঠনার প্রয়োজন। প্রধান শিক্ষক একজন জ্ঞান সমৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে উপকৃত হবার অধিকার ছাত্র ও শিক্ষকদের রয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি অবশ্যই সচেতন থাকবেন।

(খ) সামাজিকতা

প্রধান শিক্ষকও অন্যান্য শিক্ষকদের মত সমাজের একজন। সুতরাং নিজের পদমর্যাদা ও কঠোর ব্যক্তিত্বের আড়ালে নিজেকে আবৃত করে না রেখে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণভাব নিয়ে শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশে

সহায়তা করবেন। এভাবে তিনি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে সুপরিচিতি হতে পরবেন এবং তা সমাধানে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারবেন।

(গ) শিক্ষাগত উন্নয়ন

প্রধান শিক্ষকদের জ্ঞানের ক্ষেত্র অবশ্যই বহতা নদীর মত হতে হবে, বদ্ধ জলাশয়ের মত নয়। তাঁর নিজস্ব বিশেষ বিষয়ে যেমন আধুনিকতম অগ্রগতির খোঁজখবর রাখবেন, তেমনি বিদ্যালয়ে পাঠের সব বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান রাখবেন এবং ধীরে ধীরে বিশেষ জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। এতে বিষয় শিক্ষককে উৎসাহ ও সহায়তাদান সম্ভব হবে, তাঁর নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষকদের তত্ত্বাবধান সুবিধাজনক হবে। এছাড়া শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতির আধুনিকতম ধারা সম্পর্কেও তাঁর জানা থাকা চাই। তাতে তাঁর আত্মবিশ্বাস যেমন বেড়ে যাবে, তেমনি বেড়ে যাবে তাঁর পরিস্থিতি মোকাবিলা করার কুশলতা।

প্রশাসকরূপে প্রধান শিক্ষক

বিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থার নেতা হচ্ছেন প্রধান শিক্ষক। তাঁর সুচিন্তিত ও সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং সুষ্ঠু পরিচালনার বলেই বিদ্যালয়-তরণীটি তার লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলে। কাজটি অত্যন্ত দুরুহ ও জটিল। একাধারে তাঁকে অনেক দিক সামলাতে হয়। যোগাযোগ রাখতে হয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে, পরিচালনা করতে হয় প্রায় তাঁরই মত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সহকর্মীদের। আবার বিদ্যালয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিধায় সমাজের নেতৃস্থানীয় এবং সাধারণ সদস্যদের সাথে মোকাবিলা করতে হয়। এছাড়া অভিভাবক শ্রেণী তো রয়েছেই। বাস্তবিকই প্রশাসকরূপে দায়িত্ব পালন করতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

বিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থার নেতা হচ্ছেন প্রধান শিক্ষক। তাঁর সুচিন্তিত ও সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং সুষ্ঠু পরিচালনার বলেই বিদ্যালয়-তরণীটি তার লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলে।

প্রশাসক হিসেবে প্রধান শিক্ষককে যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হয় তা নিচে আলোচিত হলো-

(ক) নেতৃত্ব

প্রধান শিক্ষককে বলা হয়েছে স্কুল প্রশাসনের নেতা। একটি দলের জন্য তিনিই সুনেতা যিনি দলের সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা অর্জন করেছেন। সুতরাং একজন প্রধান শিক্ষক কখনই একনায়কের মত হবেন না, বরং তিনি তাঁর সহকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকবেন। এম সুলতান মহীউদ্দিন তাঁর "School oranization ad Management" বইতে বলেছেন, The head master should refrain form thinking of the school as his and of the teachers as his assistants. He must realize that even the most unexperienced teacher is the school is to some extent responsible for the well-being of the whole institution. This is the secret of proper leadership...."

যে প্রধান শিক্ষক তাঁর নের্তৃত্বের মাধ্যমে সদস্যের মনে বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে একটি একাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে পারেন তিনিই সার্থক প্রধান শিক্ষক।

যে প্রধান শিক্ষক তাঁর নের্তৃত্বের মাধ্যমে সদস্যের মনে বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে একটি একাত্মবোধ (sense of belonging) জাগিয়ে তুলতে পারেন, তিনিই সার্থক প্রধান শিক্ষক। এর মাধ্যমেই সদস্যদের সহযোগিতা কর্মদক্ষতা পুরোমাত্রায় প্রকাশ পায়। প্রধান শিক্ষক নিজের একার মতে কাজ না করে দলের মত নিয়ে কাজ করলেই সুফল পাবেন বেশি। তবে মতভেদ একেবারে ঘটবে না তা বলা যায় না। মতভেদের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত বিরোধিতা বিবেচনা করে যা বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও মঙ্গলের সাথে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ সেদিকেই সিদ্ধান্ত নেবেন।

(খ) সংগঠন

প্রধান শিক্ষকের উপর রয়েছে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক সংগঠনের দায়িত্ব। সংগঠনের প্রথম কাজ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংগ্রহ করা ও তাদের বিন্যস্ত করা। সদস্য বলতে বোঝায় শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য কর্মচারী। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ও তা বিন্যস্ত করা। প্রয়োজনীয়

উপকরণ বলতে শ্রেণীকক্ষ, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, বোর্ড, পাঠ্য পুস্তক, চক, ডাষ্টার, লাইব্রেরীর বই, বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সবকিছুকেই বোঝায়।

বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির সময় অবশ্যই বিদ্যালয়ের ধারণ ক্ষমতার (Capacity) দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এরপর কোথায় কোন শ্রেণী বসবে এবং প্রতি শ্রেণীতে কয়টি শাখা রাখা প্রয়োজন ইত্যাদি বিচার বিবেচনা করে দেখা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব।

শিক্ষক নিয়োগ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব। যদিও সরকারী বিদ্যালয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করেন এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটির একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, তবু প্রধান শিক্ষক তাঁর বিদ্যালয়ের প্রয়োজন ও স্বার্থ বিবেচনা করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারেন। প্রধান শিক্ষককে তাঁর দাপ্তরিক কাজে সহায়তা করার জন্য একজন দক্ষ অফিস সহকারী বিশেষ প্রয়োজন। এমন লোক নিয়োগ করা উচিত যার উপর চিঠিপত্র লেখায়, টাইপ করায়, নিয়ম বিধির ব্যাপারে এবং হিসাব রক্ষণে নির্ভর করা চলে।

অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের বেলায়ও ব্যক্তিটির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কাজের দক্ষতা ও কাজের প্রতি মমত্ববোধ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিয়োগ করা উচিত। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষককে অত্যন্ত সচেতনতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে হয়।

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী তাঁর সুশিক্ষক বইতে মন্তব্য করেছেন, "কর্মচারী নিয়োগে ত্রুটি, পক্ষপাতিত্ব, দূর্বলতা থাকলে সংগঠনে যে কোন মুহূর্তে ফাটল ধরতে পারে এবং বিশৃংখলা ও মনোমালিন্যও সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়

কোন্ শিক্ষক কি বিষয় পড়াবেন, সকলের কর্মভার মোটামুটি সমান হয়েছে কিনা, সময়পত্রিকা কি ধরনের হবে, কি কি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা থাকবে এবং তার জন্য কি কি উপকরণ কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ করা হবে ইত্যাদি ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করাও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব।

কোন্ শিক্ষক কি বিষয় পড়াবেন, সকলের কর্মভার মোটামুটি সমান হয়েছে কিনা, সময়পত্রিকা কি ধরনের হবে, কি কি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা থাকবে এবং তার জন্য কি কি উপকরণ কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ করা হবে ইত্যাদি ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করাও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব। কিছু কিছু দায়িত্ব তিনি সহশিক্ষকদের উপর অর্পন করতে পারেন, কিন্তু মূল দায়িত্ব তাঁর নিজের উপরই থাকে।

বাজেট প্রণয়ন ও নথি সংরক্ষণ হচ্ছে অপর দুটি সংগঠনিক দায়িত্ব। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষককে অত্যন্ত সাবধানী হতে হয়, যদিও সকলের সহযোগিতা নিয়েই তিনি কাজগুলো সম্পাদন করবেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও মান উন্নয়ন। বছরে কয়টি পরীক্ষা হবে, কি কি ধরনের পরীক্ষা হবে; ফল কি করে আরো উন্নত করা যায়, এ সব সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রধান শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, কারণ এর সাথে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য অর্জন, সুনাম ও স্থায়িত্বের প্রশ্ন জড়িত।

বিদ্যালয়ের আয় ব্যয় অর্থাৎ ছাত্র বেতন আদায়, সরকারী সাহায্য সংগ্রহ, অন্যান্য দান গ্রহণ, শিক্ষক ও অন্যান্য খরচ পত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত থাকবেন। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি বা অবহেলা তাঁর জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে।

গ) পরিচালন

পরিচালনকে বলা যায় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যকর প্রক্রিয়া। সমস্ত রকম উপাদান উপস্থিত থাকলেও শুধুমাত্র পরিচালনার অভাবে একটি প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য অর্জন থেকে বঞ্চিত হতে পারে। সুতরাং প্রধান শিক্ষককে একজন সুপরিচালক হতে হবে। তিনি বিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগের সকল ব্যক্তির কাজ কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, পরামর্শদান করবেন, সমন্বয় সাধন করবেন এবং প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করবেন।

ঘ) জনসংযোগ

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা অনুযায়ী বিদ্যালয়কে সমাজের সঙ্গে যথাসম্ভব সম্পৃক্ত করার কথা। সেই জন্য বিদ্যালয়ের কাজে অভিভাবক ও সমাজের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শ ও সাহায্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে

তাঁদেরকে দাওয়াত করে এনে তাঁদের সাথে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়োজিত করেও এই সম্বন্ধ দৃঢ়তর করা যায়। এই সমস্ত কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বের মধ্যে একটি।

৬) সমন্বয় সাধন

প্রধান শিক্ষককে কাজ করতে হয় বিভিন্নমুখী বিভিন্ন দল বা জনগোষ্ঠী নিয়ে।

প্রধান শিক্ষককে কাজ করতে হয় বিভিন্নমুখী বিভিন্ন দল বা জনগোষ্ঠী নিয়ে। যেমন শিক্ষার্থীর দল, শিক্ষকের দল, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর দল, অভিভাবক দল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দল, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ দল, আর সাধারণ জনতার দল। যেহেতু তারা বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী তাই তাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মতবিরোধ যদি সংঘাতে পরিণত হয়, তা হলে বিদ্যালয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না কিছুতেই। এ ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব হলো সমন্বয়ের মাধ্যমে সংহতি বজায় রাখা।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই প্রধান শিক্ষককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল ভূমিকা পালন করতে হয়। তিনি যদি ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায়, দৃঢ় চিত্ততা, আত্মসংযম, নিরপেক্ষতা, ধৈর্য, দূরদর্শিতা ও সহানুভূতিমূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করে যান সফলতা তাঁর আসবেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. প্রধান শিক্ষকের শ্রেণী পাঠনার প্রয়োজন কেন?

i) ছাত্রদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য
ii) নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য
iii) আদর্শ পাঠদান পদ্ধতি প্রদর্শন করার জন্য
iv) উপরের সবগুলোই

খ. নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা কি?

i) আদেশ প্রদান করা
ii) সহযোগিতা দান করা
iii) এক নায়ক হওয়া
iv) সহযোগিতা অর্জন করা

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. প্রধান শিক্ষকের উপর রয়েছে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ---------- দায়িত্ব।
খ. পরিচালনকে বলা যায় ---------- বাস্তবায়নের কার্যকর প্রক্রিয়া।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. কোন বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকই হচ্ছেন বিদ্যালয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু।
খ. বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

পাঠ ২.২ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম রচনার দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত থাকে তা বলতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনায় প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা কি তা বলতে পারবেন।

শিক্ষার একটি প্রধান কাজ হচ্ছে সমাজ সংরক্ষণ, অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের ও বর্তমান পুরুষদের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, কৌশল, আদর্শ ভাবধারা ইত্যাদির সঞ্চিত ভান্ডারটিকে ভবিষ্যৎ পুরুষদের কাছে পৌঁছে দেয়া। শুধু পৌঁছে দিলেই শিক্ষার কাজ ফুরোয় না। এই ভান্ডারটিকে সমৃদ্ধ করার ব্যবস্থা করাও শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষাক্রম শিক্ষাক্রমকে হতে হয় অত্যন্ত সুচিন্তিত, সুবিন্যস্ত ও ব্যাপকভিত্তিক। তাছাড়া একটি জাতিকে তার রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য অর্জন ও স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য মোটামুটি একই ধরনের শিক্ষাক্রম গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হয়।

এসবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় সব দেশেই একটি কেন্দ্রীয় পরিষদের উপর শিক্ষাক্রম তৈরি করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। এ সব পরিষদকে অবশ্যই ব্যাপক প্রতিনিধিত্বমূলক করার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

যদিও আমাদের দেশে শিক্ষাক্রম রচনায় সাধারণতঃ প্রধান শিক্ষকের খুব একটা ভূমিকা থাকে না; তবু তা বাস্তবায়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। শিক্ষাক্রম প্রয়োগের ক্ষেত্রেই রয়েছে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা।

পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক - এই উভয় দিকের জন্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা, শিক্ষকদের উৎসাহ ও পরামর্শ দেয়া, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব।

আধুনিক শিক্ষাক্রমের দুটি দিক থাকে পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক। এই উভয় দিকের জন্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা, শিক্ষকদের উৎসাহ ও পরামর্শ দেয়া, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব। শিক্ষাক্রম সাধারণতঃ ব্যাপক ভিত্তিক হয় এবং নমনীয়তার সুযোগ থাকে। সুতরাং প্রধান শিক্ষক তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী তা বিন্যস্ত করে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁর কিছুটা স্বাধীনতা রয়েছে। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে প্রধান শিক্ষক নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারেন।

১। পাঠ্যক্রম কমিটির রিপোর্ট ভালোভাবে পর্যালোচনা করে আপন আপন বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজনগুলো নির্ধারণ করবেন। যেমন, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন ধরনের পাঠ্য বিষয়ের কথা বলা আছে যার দু'টি বা তিনটি বিষয় ছাত্র-ছাত্রীকে পড়তে হবে। বিভিন্ন এলাকার চাহিদা বিভিন্ন হতে পারে। এ চাহিদা সাধারণতঃ পেশার সুযোগ সুবিধা ভিত্তিক হয়ে তাকে। এ ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব হলো তাঁর এলাকার চাহিদা নিরূপণ করে সেই সব বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

২। বিদ্যালয়ে নির্ধারিত বিষয়গুলোর জন্য প্রয়োজনীয় ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা প্রধান শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব।

৩। পাঠ্য বিষয় ও পাঠদানের পদ্ধতির নবতম ভাবধারাগুলোর সাথে পরিচিত করে তোলার জন্য শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। যেমন- বর্তমানে গণিত বিষয়ে কিছু নতুন ভাবধারা সংযোজিত হয়েছে। এগুলো সংযোজনের উদ্দেশ্য ও পাঠদানের পদ্ধতি জানা না থাকলে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ গ্রহণে সহায়তা করা সম্ভব নয়। সেই জন্যই প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেয়া দরকার। প্রধান শিক্ষক নিজে তার বিদ্যালয়ে বিজ্ঞব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে এনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন, অথবা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকদের পাঠাতে পারেন। পাঠ্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য এসব ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

৪। বর্তমান পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানের উপর জোর দেয়া হয়েছে বেশি। বিজ্ঞান শিক্ষাদান অবশ্যই ব্যবহারিক ভিত্তিতে হওয়া উচিত। সেজন্য বিদ্যালয়ে একটি বিজ্ঞানাগার খোলা প্রয়োজন এবং

রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ রাখার জন্য একটি আলাদা ঘর প্রয়োজন। শুধু বিজ্ঞানেই নয় ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়গুলোর জন্য উপযুক্ত উপকরণের প্রয়োজন এবং সেগুলো সংগ্রহ করা ও সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে প্রধান শিক্ষক পাঠ্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করতে পারেন।

পাঠ্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকদের সুষ্ঠু প্রস্তুতি প্রয়োজন। পাঠ্যক্রম বলতে শুধু পাঠ্য বিষয়গুলোকে বোঝায় না। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য যেমন প্রয়োজন বিষয় ভিত্তিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান তেমনি প্রয়োজন তার মানসিক সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ সাধন এবং শারীরিক উপযুক্ততা বজায় রাখা।

৫। পাঠ্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকদের সুষ্ঠু প্রস্তুতি প্রয়োজন। সেজন্য দিনের কার্যভার সেভাবে বিন্যস্ত করা দরকার। যেমন- ব্যবহারিক ক্লাসের আগে বিজ্ঞান শিক্ষকের এক পিরিয়ড ছুটি থাকা প্রয়োজন যেন তিনি প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে আয়োজন সম্পন্ন করে রাখতে পারেন।

৬। পাঠ্যক্রম বলতে শুধু পাঠ্য বিষয়গুলোকে বোঝায় না। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য যেমন প্রয়োজন বিষয় ভিত্তিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান তেমনি প্রয়োজন তার মানসিক সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ সাধন এবং শারীরিক উপযুক্ততা বজায় রাখা। সেজন্য কণ্ঠ সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, সুচীশিল্প, মাটির কাজ ইত্যাদি চারু ও কারু কাজ এবং দৌড়ঝাপ, সাঁতার ও অন্যান্য খেলাধুলার মাধ্যমে শরীরচর্চার ব্যবস্থা করা প্রধান শিক্ষকের একটি দায়িত্ব। মাঝে মাঝে চার দেয়ালের বাইরে হাটে মাঠে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করাও পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নের একটি অঙ্গ। উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার্থীদের সব রকম অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আমাদের এক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত।

৭। প্রত্যেক বছর শিক্ষাবর্ষ আরম্ভ হবার আগে পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত কি কি কাজ হবে এবং কিভাবে সেগুলো সম্পাদিত হবে সে সম্পর্কে শিক্ষকমন্ডলীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রধান শিক্ষকের আরেকটি দায়িত্ব। এক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষ বরাদ্দের পরিবর্তন করতে হলে তাও আগে থেকেই করা উচিৎ।

মোট কথা শিক্ষাক্রমের ব্যাপারে যে নীতিই নির্ধারিত হোক তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রধান শিক্ষকের একটি অন্যতম দায়িত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক. আমাদের দেশে শিক্ষাক্রম রচনার দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত?

i) সরকারের উপর
ii) সরকার কর্তৃক গঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদের উপর
iii) শিক্ষাবিদদের উপর
iv) প্রতিনিধিত্বমূলক বিজ্ঞ পরিষদের উপর

খ. শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনায় প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা কি?

i) শিক্ষাক্রম রচনা করা ও বাস্তবায়ন করা
ii) বই পুস্তক বাছাই করা ও সরবরাহ করা
iii) শিক্ষাক্রম রচনা করা ও বই বাছাই করা
iv) শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা

২। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. শিক্ষার একটি প্রধান কাজ হচ্ছে ---------- সংরক্ষণ।
খ. আধুনিক শিক্ষাক্রমের দুটি দিক হলো ---------- ও ----------।

৩। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. শিক্ষাক্রম রচনায় প্রধান শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।
খ. পাঠ্যক্রম বলতে শুধু পাঠ বিষয়গুলোকে বোঝায় না।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ২

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব কী?
২। প্রশাসক হিসেবে প্রধান শিক্ষককে কেমন হওয়া উচিত?
৩। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব হলো সমন্বয়ের মাধ্যমে সংহতি বজায় রাখা- ব্যাখ্যা করুন।
৪। শিক্ষাক্রমকে হতে হয় অত্যন্ত সুচিন্তিত, সুবিন্যস্ত ও ব্যাপকভিত্তিক - আলোচনা করুন।
৫। পাঠ্যক্রম বলতে কী বোঝায়?

উত্তরমালা - ইউনিট ২

পাঠ ২.১

১। ক. i ১। খ. iv
২। ক. সংগঠনের ২। খ. পরিকল্পনা
৩। ক. মিথ্যা ৩। খ. সত্য

পাঠ ২.২

১। ক. ii ১। খ. iv
২। ক. সমাজ ২। খ. পাঠক্রমিক, সহপাঠক্রমিক
৩। ক. মিথ্যা ৩। খ. সত্য